কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

‘গণমেধাবীরা’ গণহারে ফেল!

রফিকুল ইসলাম, বরিশাল ▷

উম্মে হাবিবা অহনা। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ২০১৫-১৬ সেশনে ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (বিবিএ) অনুষদে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ ৯৯ পেয়েছিলেন। এই স্কোর নিয়ে ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় তিনি ছিলেন দশম স্থানে। তবে বর্তমানে এই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরীক্ষাগুলোতে প্রায় সব বিষয়ে ফেল করেছেন।

পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলার সালামপুর মাদ্রাসা থেকে পাস করেন মহসিন। ভর্তি পরীক্ষায় তিনি ৯৩ পেয়ে বিবিএ অনুষদে পড়ছেন। তবে তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরীক্ষাগুলোতে সব বিষয়ে ফেল করেছেন। ফলে প্রথম সেমিস্টার আর পার হতে পারেননি। মহসিনের মতো পপি আক্তার ভর্তি পরীক্ষায় ৯৩ পেয়েছিলেন। তিনিও সব বিষয়ে ফেল করেছেন। ফলে পপিও প্রথম সেমিস্টার পার হতে পারেননি। এই চিত্র শুধু অহনা, মহসিন কিংবা পপির নয়। একই অবস্থা ওই সেশনের ৭৩ জন শিক্ষার্থীর।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা যায়, পবিপ্রবির ২০১৫-১৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষায় ৯৯ পেয়েছে দুজন, ৯৮ পেয়েছে দুজন শিক্ষার্থী। ৯৭ পেয়েছে একজন, ৯৪ পেয়েছে পাঁচজন, ৯৩ পেয়েছে আটজন, ৯২ পেয়েছে ছয়জন, ৯১ পেয়েছে তিনজন এবং ৯০

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

‘গণমেধাবীরা’ গণহারে ফেল!

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নম্বর পেয়েছে পাঁচজন পরীক্ষার্থী। এদের করোরই এসএসসি আর এইচএসসিতে জিপিএ ৫ ছিল না। বিবিএর ৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৩ জনই প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় ফেল করেছে। নিয়মানুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় মেধা স্কোরের চেয়ে এমসিকিউর নম্বর কম থাকে, কিন্তু বিবিএ-তে ভর্তি হওয়া সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে উল্টে গেছে। এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের উপজেলার বাসিন্দা। তারা একটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি কোচিং করে সবাই বিবিএ ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

বিবিএ অনুষদে অধ্যয়নরত অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে এ প্রতিবেদকের কথা হয়। 'এ' ইউনিটের পরীক্ষায় তারা সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। তবে কেউই মেধাতালিকায় স্থান পায়নি। এ ছাড়া তারা বিকেলের 'সি' ইউনিটের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। কারণ হিসেবে তারা বলছে, দুপুরে অনুষ্ঠিত 'বি' ইউনিটের পরীক্ষা খুব ভালো হওয়ার পর কেউ বিকেলের পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পবিপ্রবির ভর্তি পরীক্ষার বিধান অনুযায়ী ২০০ নম্বরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসএসসি আর এইচএসসির ১০০ নম্বরের মেধা-স্কোর আর এমসিকিউ ১০০ নম্বর। ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হয়। 'এ' এবং 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউর নম্বরের ভিত্তিতে শীর্ষে থাকা ১০০ জনের ফলাফল ঘেঁটে দেখা গেছে, তাদের এমসিকিউর নম্বর মেধা-স্কোরের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ কম।

রেজাহরা তাসনিমের মেধা-স্কোর ১০০, এমসিকিউতে সর্বোচ্চ ৭৮ পেয়ে সে 'এ' ইউনিটের মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছে। একইভাবে আবদুস সালামের মেধা-স্কোর ৯৬ এবং এমসিকিউতে সর্বোচ্চ ৮০ পেয়ে 'সি' ইউনিটের মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছে। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটেছে 'বি' ইউনিটের ক্ষেত্রে। এমসিকিউর নম্বরের ভিত্তিতে শীর্ষে থাকা ৫১ জনের ফলাফল ঘেঁটে দেখা গেছে, তাদের সবারই মেধা-স্কোর এমসিকিউর প্রাপ্ত নম্বরের থেকে গড়ে অন্তত ২৪ নম্বর কম।

ইতিহাস বলছে, দুমকী জনতা কলেজ থেকেই পবিপ্রবির সৃষ্টি। সময়ের পরিবর্তনে কলেজের জমিতেই এখন প্রতিষ্ঠিত পবিপ্রবি। জনতা কলেজ থেকে পবিপ্রবির দূরত্ব প্রায় ২০০ গজ। সেই জনতা কলেজ থেকেই অন্তত ২০ জন বিবিএ অনুষদে ভর্তি হয়েছে বলে পবিপ্রবির শিক্ষা ও বৃত্তি শাখা থেকে জানা গেছে। ওই শাখার তথ্যানুযায়ী, অন্তত ২৪ জন শিক্ষার্থীর স্থায়ী ঠিকানা দুমকী উপজেলায়। পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালী আর বাউফল থেকে অন্তত ১০ জন ভর্তি হয়েছে। বরগুনা, আমতলী আর তালতলী উপজেলার তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ জন ভর্তি হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর ৯৯ পেয়েছে জনতা কলেজের ছাত্রী উম্মে হাবিবা অহনা। ক্যাম্পাসে তার পরিচিতি অনেকটাই ভিন্ন। উপাচার্য সচিবালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. নঈম কাওছারের শ্যালিকা হিসেবেই তাকে সবাই চেনে। আরেক মেধাবী ছাত্রী ফারজানা আক্তার। সে উপাচার্যের সান্ধ্যকালীন কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকা মো. হুমায়ুন কবির আমিনের ভাগ্নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অধ্যাপক কালের কণ্ঠকে বলেন, "আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণার আগেই আমরা উপাচার্যকে প্রশ্ন ফাঁসের আভাস দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলাম। কিন্তু উপাচার্যের খোঁড়া যুক্তি—প্রশ্ন ফাঁস হলে তার নমুনা কপি দেখান। এ নিয়ে বিতর্কের পর বিএমএ অনুষদের এক শিক্ষক ক্ষোভে ভর্তি পরীক্ষার নম্বরপত্রে স্বাক্ষর করেননি। ওই ঘটনার পর আমরা উপাচার্যকে 'বি' ইউনিটের অস্বাভাবিক ফলাফলের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি বুঝতে চাননি।"

এক কোচিং সেন্টারের কথা : পবিপ্রবির বিবিএ অনুষদের চাঞ্চল্যকর এই ফলাফল আলোচনায় আসার পর হঠাৎ করে উধাও হয়েছে একটি কোচিং সেন্টার। জনতা কলেজের ভেতরে আড়িয়াল নামের ওই কোচিং সেন্টারটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। কোচিং সেন্টারের পরিচালক ছিলেন উপাচার্যের কার্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার নঈম কাওছারের শ্যালক। বিবিএ অনুষদের গণফেল করা গণমেধাবীরা প্রায় সবাই এই কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী ছিল। এই কোচিং সেন্টার থেকে পবিপ্রবির বাইরে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন তথ্য কেউ দিতে পারেনি।

গণফেল : ২০১৫-১৬ সেশনে ভর্তি হওয়া বিবিএ অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রথম সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা (লেভেল-১) চলতি বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা কৃষি অনুষদের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত চলতি বছরের ৩০ আগস্ট ফল প্রকাশ করেন। পবিপ্রবি/পনি-০৩/এ/পফপ্র-০২/০৭/৪৯১০ স্মারকের সেই ফলাফলের কপি এ প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য সচিবালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. নঈম কাওছার বলেন, অহনার বাবার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ রয়েছে। সুতরাং অহনাকে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না। আড়িয়াল কোচিং সেন্টার তাঁর শ্যালক পরিচালনা করতেন, সেখান থেকে দুইজন শিক্ষার্থী বিবিএতে ভর্তি হয়েছে।

নঈম কাওছার আরো বলেন, উপাচার্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কম্পিউটারে নিজেই করেন। যতদূর জেনেছি, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপাচার্য কম্পাইল করেছেন। তবে সব প্রশ্নপত্র আজাদ কম্পোজ করতে পারে।

উপাচার্যের কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরের দায়িত্বে রয়েছেন সেকশন অফিসার মো. আবুল কালাম আজাদ। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'প্রায় পাঁচ বছর ধরে উপাচার্যের কার্যালয়ের গোপনীয় কাজ করছি। প্রশ্নপত্র তো দূরের কথা কোনো তথ্যই ফাঁস হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রশ্নগুলো শুধু কম্পোজ করেছি। সেখান থেকে স্যার নিজে প্রশ্ন কম্পাইল করেছেন।' তবে বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, উপাচার্য কম্পিউটারের বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ নন। আজাদই তাঁকে সহযোগিতা করে থাকেন।'

উপাচার্যের সান্ধ্যকালীন কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকা মো. হুমায়ুন কবির ওরফে আমিন বলেন, 'উপাচার্য তাঁর সান্ধ্যকালীন কার্যালয়ে বসেই প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কিন্তু সেখানে আমি তো দূরের কথা, পরীক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো অধ্যাপকই প্রবেশ করেননি। ভাগ্নি প্রসঙ্গে বলেন, সে ঢাকা থেকে পাস করেছে। মেধার ভিত্তিতেই বিবিএ ভর্তি হয়েছে।'

ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক বদিউজ্জামান বলেন, 'সবচেয়ে মেধাবীরা আমার অনুষদে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু তাদের মেধা-স্কোর যেমন দুর্বল, তেমনি লেখাপড়ার মান। তাই অতিমেধাবীরা সেমিস্টার ফাইল পরীক্ষায় খুব খারাপ করেছে, যা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।'

কৃষি অনুষদের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত গত বছরের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেন, 'পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে। সে অনুযায়ী বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বলেছে। এ ব্যাপারে পবিপ্রবির একাধিক অধ্যাপক লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক এবং একাধিক ভর্তি পরীক্ষার আহ্বায়কের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক আ ক ম মোস্তফা জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ইতিহাসে এমন ফল নজিরবিহীন। পরিচিত মুখগুলোর এত মাত্রাতিরিক্ত নম্বর দেখে সবাই হতবাক।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সামসুদ্দীন কালের কণ্ঠকে বলেন, বি ইউনিটের শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়েছে। সে নম্বর ৮০। প্রশ্ন সহজ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা একটু বেশি নম্বর পেয়েছে। তবে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় একই অনুষদের সর্বোচ্চ ৭১ নম্বর উঠেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাকে বিব্রত করতেই একটি চক্র সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন তথ্য দিচ্ছে। একজন উপাচার্য কী প্রশ্ন ফাঁস করতে পারেন?'